কুষ্টিয়ায় ঈদের কেনাকাটায় মার্কেটে ভীড়: মানছে না নির্দেশনা

ঈদের কেনাকাটার জন্য ঘর ছেড়ে মার্কেটে বেরিয়ে এসেছে কুষ্টিয়া শহরবাসী। মহামারি করোনাভাইরাসের ভয় উপেক্ষা করে নানা বয়সী মানুষের ভীঢ় পরিলক্ষিত হয়েছে শহরের বিভিন্ন শপিং কমপ্লেক্স ও বিপনী বিতানগুলোতে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময় সকাল ১০টার আগেই মার্কেটের সড়কগুলোতে যেন মানুষের ঢল নামে। সরকারিভাবে কেনাকাটা সীমিত পরিসরে করার নির্দেশনা দেওয়া হলেও কোনও মার্কেটেই ক্রেতা বা বিক্রেতারা তা মানছেন না।

সোমবার (১১মে) সকালে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন সড়কে এবং মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে।

কিছু দোকান বিপণিবিতান শপিং মলের সামনে সাবান পানি হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা থাকলেও মানুষ তা ব্যবহার করছে খুব কম।

কুষ্টিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র এনএস রোডে যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে। মানুষ পায়ে হেঁটে কেনাকাটা করছে। এতে করে আবার ভোগান্তীতে পড়েছে মানুষ।

মজমপুর থেকে বড়বাজার পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কে কোন রিকশা ও ইজিবাইক চলতে দিচ্ছে না প্রশাসন। ফলে মানুষ বাধ্য পায়ে হেটে চলাচল করতে হচ্ছে।

বাবলু রহমান নামের এক ব্যবসায়ী শহরের পৌর বাজারে এসেছেন। এক বস্তা চালসহ নিত্যপয়োজনীয় বাজার নিয়ে পড়েছেন বিপাকে। কোন রিকশা না থাকায় সেসব নিয়ে বাসায় যাবে কিভাবে এ নিয়ে ক্ষোব প্রকাশও করেন তিনি।

গতকাল রোববার (১০মে) থেকে কুষ্টিয়া শহরে শুধু জুয়েলারি দোকান ছাড়া সকল দোকানপাট খুলেছে। সকাল ১০টা থেকে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত। সকাল থেকে শুধু তৈরি পোশাক কিংবা জুতা-স্যান্ডেলের

দোকানই নয় রড-সিমেন্টসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সব দোকানই খোলা দেখা রয়েছে।

বেচা-কেনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরের কথা শারীরিক দূরত্বও কেউ রাখেননি। মানেনি হাতে হ্যান্ড গ্লোভস ও মুখে মাস্ক পরার নির্দেশনা।

পছন্দের পোশাক, জুতা-স্যান্ডেল ও কসমেটিকসসহ অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য ক্রেতাদেরকে একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি এমনকি ঠেলাঠেলিও করতে দেখা গেছে। অনেকে তাদের শিশু সন্তানদেরকেও সঙ্গে এনেছিল।

দোকানদারদের হাঁক-ডাকও করতে দেখা গেছে। মার্কেট করতে আসা মানুষের মধ্যে করোনার ভয় একেবারের লক্ষ্য করা যায়নি। তবে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভীড় বেশি দেখা গেছে।

শিশু সন্তান সাথে নিয়ে মার্কেট করতে আসা রাশিদা বানু জানান, আমি বাচ্চা নিয়ে শপিং করবো বলেই এসেছি। বড়দের জন্যও ঈদের জন্য শপিং করছি। মাস্ক পরে থাকলেও তবে আপনি কেন হ্যান্ড গ্লোভস পরেননি এমন প্রশ্নে তিনি বলেন বিষয়টি আমি জানতাম না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ সদস্য জানান, আমরা ভিড় ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছি। প্রধান সড়ক এনএস রোড যানজট মুক্ত রাখতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিছু সড়কের মোড়ে যানবাহন ছাড়া শুধু মানুষ ঢুকতে পারছে।

দোকান মালিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি এস এম কাদেরী শাকিল বলেন, শহরের প্রধান সড়ক এনএস রোডে কোনরকমেই রিকশা ও অটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে। এতে করে অনেকেরই অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে পরিবেশকদের গাড়ী ভেতরে ঢুকতে না পারায় দোকানে মালামাল সরবরাহ পারছে না।

তিনি আরও জানান, ওষধ বাদে সবকিছুর দোকান সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলার রাখার জন্য আমরা নিয়মিত তদারকি করছি। এছাড়াও শিশুদের সাথে করে মার্কেটে না আসার অনুরোধ করছি এবং সরকারী নির্দেশনা মানার জন্য আমরা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি।

উল্লেখ্য, করোনার সংক্রমণ রোধে গেল ২৬ মার্চ থেকে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এতে সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলার সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট ও বিপণিবিতানগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চম দফা

সাধারণ ছুটি বাড়িয়ে তা করা হয় ১৪ মে পর্যন্ত। এরমধ্যে সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া হলো ঈদ মার্কেট।

কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২০ জন।

কুষ্টিয়ায় স্ত্রী হত্যার অভিযোগে যুবক আটক

কুষ্টিয়ার খোকসায় গোপগ্রামে স্ত্রী মীম খাতুনকে (২৩) শ্বাসরোধ করে হত্যা পর আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টার অভিযোগে স্বামী সুমন হোসেনকে (৩০) আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার দুপুরে সুমন হোসেনকে আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি হত্যার কথা স্বীকার করেন বলে জানিয়েছেন খোকসা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জহুরুল আলম।
আটককৃত সুমন হোসেন খোকসার গোপগ্রামের আলতাফ হেসেনের ছেলে।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, পাঁচ বছর আগে পরিবারের অমতে সম্পর্ক করে মিম খাতুনকে বিয়ে করে সুমন। এই দম্পতির মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত।

শনিবার (৯ মে) রাতে সুমনের মায়ের সাথে পুত্রবধূ মীমের কথা কাটাকাটি ও ঝগড়ার জের ধরে সুমন মীমকে বেদম মারধর করে। স্থানীয়দের কাছে এমন অভিযোগ পেয়েই স্ত্রী হত্যায় জড়িত সন্দেহে সুমনকে আটক করে পুলিশ।

নিহত মীমের বাবা নজরুল খান বলেন, ‘যৌতুক দাবিতে জামাই সুমন হোসেন ও তার মা প্রায়ই আমার মেয়েকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও শারীরিক নির্যাতন চালাত। ওরাই পরিকল্পিতভাবে মীমকে হত্যা করেছে; আমি এর দৃষ্টান্তমূলক বিচার চাই।’

খোকসা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জহুরুল আলম জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে সুমনের বাড়ি থেকে স্ত্রী মীমের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।

এঘটনায় নিহত মীমের ভাই শাকিল খান ওরফে পলাশ বাদি হয়ে একটি হত্যা মামলা করেন। ওই মামলায় রোববার সুমনকে আটকের পর গ্রেপ্তার দেখিয়ে সোমবার আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাকে জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন বলে জানান ওসি জহুরুল আলম।

কুষ্টিয়ায় স্বামী-স্ত্রী’র করোনা পজেটিভ

কুষ্টিয়ায় স্বামী স্ত্রী দুজনের করোনা পজেটিভ পাওয়া গেছে। গতকাল রবিবার রাতে এ তথ্য জানিয়েছেন কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এ এইচ আনোয়ারুল ইসলাম।

তিনি জানান, গতকাল সারা দিনে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে ৪৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে কুষ্টিয়ার ৪১টি ও মেহেরপুরের ৮টি। মেহেরপুরের সব কয়টি ‘নেগেটিভ’ এসেছে। কুষ্টিয়ার দুজনের ‘পজেটিভ’ পাওয়া গেছে। ওই দুজন স্বামী-স্ত্রী। তাঁদের বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, আক্রান্ত পুরুষ ব্যক্তি ঢাকায় ল্যাবরেটরিতে টেকনিশিয়ানের চাকরি করেন। গত শনিবার তিনি স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে সিএনজি করে পাটুরিয়া পৌঁছে ফেরি পার হয়ে দৌলতদিয়া থেকে আরেকটি সিএনজিতে করে তিনি দৌলতপুরের গ্রামের বাড়িতে যান।

গতকাল রোববার সকালে দুজনই করোনা পরীক্ষা করাতে দেন। রাতে জানা যায় তারা দুজনই করোনা ‘পজেটিভ’। তাঁদের বাড়িতে রেখেই চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান সিভিল সার্জন।

দৌলতপুর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) আজগর আলী জানান, ওই দুজনের করোনা পজেটিভ হওয়ার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁদের বাড়ি লকডাউন করে দেওয়া হয়েছে।

ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় রাজীব হোসেন (২৮) নামের এক মোটরসাইকেল চালকের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত ৮টার দিকে কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা-আল্লারদর্গা সড়কে সাতবাড়ীয়া সিটিসি’র সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রাজিব হোসেন ভেড়ামারা সাতবাড়ীয়া খাঁনপাড়া এলাকার মতলেবের ছেলে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভেড়ামারা সার্কেল) আল বেরুনী জানান, রাতে ভেড়ামারা-আল্লারদর্গা সড়কে সাতবাড়ীয়া সিটিসি’র সামনে অটোরিক্সার সাথে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

এসময় মোটরসাইকেল চালক রাজিব হোসেন রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়। স্থানীয়দের সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার পথে মারা যায়।

কুষ্টিয়ায় আরো ২৮ কারাবন্দীর মুক্তি

সরকারের বিশেষ ক্ষমার আওতায় সারাদেশের মতো কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে আরও ২৮ জন কারাবন্দী মুক্তি পেয়েছে। এ নিয়ে ৫২ জন কারাবন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

গতকাল রবিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়ার খবর নিশ্চিত করেছেন কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেলার জাকের হোসেন।

এসময় কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার এনামূল হক, জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও গণমাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস মহামারি আকার ধারণ করায় কারাগারগুলোর হাজতি ও কয়েদিদের সুস্থতার স্বার্থে বেশ কিছু বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার।

যার ফলশ্রুতিতে করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের সংখ্যাধিক্য বন্দি কমাতে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘু দন্ডে দন্ডিত এসব বন্দির সাজা মওকুফ করা হয়। গতকাল প্রথম বারের মতো ২৪ জন এবং আজকে ২৮ জন বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হলো।

কারামুক্তদের প্রাথমিক সংকট মেটানোর জন্য জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের বন্দীদের প্রত্যেকের জন্য মানবিক খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয় বলেও জানান কুষ্টিয়া কারাগারের জেলার।

প্রসঙ্গত, কুষ্টিয়া কারাগারের ধারণ ক্ষমতা ৬০০ জন হলেও এখানে প্রতিদিন প্রায় ৯৯৯ জন বন্দী অবস্থান করে। ধারণ ক্ষমতার প্রায় দ্বিগুন বন্দী থাকায় করোনা পরিস্থিতিতে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

কুষ্টিয়ায় ত্রাণের দাবীতে সড়ক অবরোধ করেছে মোটর শ্রমিকরা।

গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ১১ টার সময় কুষ্টিয়া কেন্দ্রীয় বাসটার্মিনাল এলাকায় কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী মহাসড়কে অবরোধ করে তারা। এসময় সড়কে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শ্রমিকরা।

পরে ঘটনাস্থলে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয়।

মাসুদ রানা নামের এক বাস চালক বলেন, “করোনার কারণে প্রায় দেড় মাস ধরে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় আমরা বেকার হয়ে পড়েছি। আমাদের চালকের সাথে হেলপার ও সুপারভাইজাররা মানবেতর জীবন কাটাচ্ছি। আমাদের ঘরে খাবার নাই। মালিক ও শ্রমিক নেতারাও খোঁজ নেয় না।”

আব্দুল মান্নান নামের এক শ্রমিক জানান, “আমাদের মতো অনেক শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে। বাস চলাচল না করায় আমরা ঘরে অলস সময় কাটাচ্ছি। সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছি।

আমাদের কোন খাদ্যসহায়তাও প্রদান করে না কেউ। অথচ ত্রাণ দেওয়ার কথা বলে নেতারা আমাদের পরিচয়পত্র নিয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে। এখনো কোন খবর নাই।”

এদিকে, অবরোধ চলাকালে সড়কের দু’পাশে শত শত ট্রাক, কাভার্ড ভ্যানসহ অন্য যানবাহন আটকা পড়ে।

পরে বাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিকদের দাবি মেনে নিয়ে খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার আশ্বাস দিলে তারা এ অবরোধ তুলে নেয়।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, “খাদ্য সহায়তার দাবিতে কিছু সংখ্যক শ্রমিক সড়ক অবরোধ করে। আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে সংশ্লিষ্টদের এ বিষয়ে সাহায্য নিতে বলেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।”

কুষ্টিয়ায় প্রতারক যুবকের এক মাসের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে সুরক্ষা পোশাক পরিধান করে চিকিৎসা দেয়ার অভিযোগে এক প্রতারককে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।

পরে প্রতারণার অভিযোগে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এক মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়।

গতকাল রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল থেকে তাকে আটক করা হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত সেই ভুয়া চিকিৎসকের নাম সাগর ইসলাম। সে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার নারায়নপুর গ্রামের বাসিন্দা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: ইসাহাক আলীর
তিনি জানান, সাগর ইসলাম নামের এক প্রতারক দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগী ভাগিয়ে নিয়ে যেত। বর্তমানে করোনা দুর্যোগে অনেক প্রাইভেট ক্লিনিক বন্ধ থাকার সুবাদে প্রতারণা করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ডাক্তার সেজে রোগী দেখে আসছিলেন। এবং কৌশলে সেখান থেকেও রোগীদের অন্যত্র ভাগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে হাসপাতালে দ্বায়িত্ব থাকা পুলিশ সদস্যরা তাকে আটক করে। এসময় চিকিৎসকের কোন সনদপত্র দেখাতে পারেনি এমনকি ম্যাটসেরও সাথে তার কোন সম্পৃক্ততা ছিলো না বলে জানান এই নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট।

পরে তাকে ভোক্তা অধিকারে সংরক্ষণ আইনে প্রতারণার অভিযোগে তাকে এক মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ায় বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা

কুষ্টিয়ায় এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্টরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। এবার জেলার ছয়টি উপজেলায় লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে বোরো ধান চাষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

কৃষি বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চলতি বোরো মৌসুমে

কুষ্টিয়া জেলায় ৩৩ হাজার ২৭৫ হেক্টর জমিতে বোরো ধানের চাষাবাদ হয়েছে। আর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৯৯ হাজার ৬৫০ মেট্রিক টন। তবে এবার বোরো চাষ লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে বলে কৃষকরা জানান।

জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলের মাঠ জুড়ে উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাত ও হাইব্রিড জাত ধান চাষ হয়েছে। হাইব্রিড জাতের মধ্যে সোনার বাংলা-১, গোল্ড ও জাগরণ ধানে প্রতি হেক্টরে ৪.৭ টন এবং উচ্চ ফলনশীল (উফসী) জাতের ব্রি-২৮ ও ব্রি-২৯, হীরা ও গাজী ধানের ক্ষেত্রে প্রতি হেক্টরে ৩.৭ টন করে চাষিরা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন।

ধান ঘরে উঠার শেষ মুহূর্তে দুর্যোগ কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় না হলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি উৎপাদন হবে বলে প্রান্তিক কৃষক ও কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান। জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ইতোমধ্যেই ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বলিদাপাড়া এলাকার কৃষক আব্দুল বারেক জানান, এবার বোরো ধানের ফলন খুব ভালো হয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া, সার, বালাইনাশক ও সেচ সঠিকভাবে দেয়ায় ধানের ছড়া লম্বা ও ফলন ভালো হয়েছে ।

এদিকে করোনার কারণে এবার ধান কাটার জন্য শ্রমিক সংকট দেখা দিতে পারে সেই আশংকায় খুব সহজে ধান কর্তন ও শ্রমিক সংকট এড়াতে সরকারি ভর্তুকিতে কৃষকদের দেয়া হচ্ছে কম্বাইন্ড হারভেস্টার।

কুষ্টিয়ার ৬টি উপজেলার কৃষকদের জন্য ১২টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন, ৩টি রিপার মেশিন ও একটি রাইচ ট্রান্সপ্লান্টার মেশিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

এ কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের মোট মূল্যের অর্ধেক দাম কৃষক দিবে এবং বাকি অর্ধেক ভর্তুকি হিসেবে দিবে সরকার।

কৃষি বিভাগ ও সরকার গঠিত কমিটির মাধ্যমে ইতোমধ্যে ভর্তুকিতে ৮টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার মেশিন কৃষকরা কিনে নিয়েছেন। এছাড়া সামাজিক দুরত্ব বজায় রেখে ধান কর্তন কার্যক্রম চলবে বলে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা জানান।

মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, “এবার বোরো

ধানের বাম্পার ফলনের আশা করছি আমরা। ইতোমধ্যেই এ জেলায় ধান কাটা শুরু হয়েছে। বিঘা প্রতি ১৫-২০ মণ পর্যন্ত ধান কৃষকের ঘরে উঠবে বলেও আশা করছি।”

কুষ্টিয়া কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শ্যামল কুমার বিশ্বাস জানান, “বোরো আবাদের শুরু থেকেই কৃষকদের সকল পরামর্শ ও সহযোগিতা দেয়া হয়েছে। এছাড়া আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এবার ধানের ফলনও অনেক ভালো হয়েছে।”

কেমন আছেন বকুলতলার শিল্পীরা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত কুমারখালীর শিলাইদহের কুঠিবাড়ির পুকুরপাড়ের বকুলতলায় বসে প্রায় দেড়যুগ ধরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আসছেন অন্ধ বাউল আতিয়ার রহমান ও তার দল।

তাঁর ছেলে বাউল ওলিদুল ইসলামসহ গ্রামের আরও চারজন কৃষককে নিয়ে তাঁর এই গানের দল।

তবে বেশ কয়েক বছর হলো অসুস্থ্য হয়ে পড়ায় আর গাইতে পারেন না শিল্পী আতিয়ার রহমান। তবে তার ছেলে ওলিদুল ইসলাম শিষ্যত্ব লাভ করে দরাজ গলায় গেয়ে শোনান রবীন্দ্র সঙ্গীত।

তাঁদের দলবদ্ধভাবে গাওয়া গান শুনেই দর্শনার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া বখশিষেই চলে তাদের সংসার। তবে ঢাকা থেকে আসা দর্শনার্থীরা এলে কেউ দুই-পাঁচশো টাকা দিলে সে তাদের সেদিনটা খুবই ভালো কাটতো।

সম্প্রতি করোনা ভাইরাস প্রাদুভার্বে সবকছিুই বন্ধ ঘোষণায় তারাও বিপাকে পড়েছে। আর গান গাওয়া হয় না পায়না বখশিষও। তাই তাদের চলতে এখন অনকেটাই কষ্টে দিনাতিপাত করছে।

বাউল ওলিদুল ইসলাম বলেন, দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের সাথে আমার বাবা বাউল আতিয়ার রহমান তার দরাজ কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত অন্যরকম এক অনুভূতির জাগায়। আমি ছোটবেলায় থেকেই বাবার সাথে এই বকুলতলায় আসতাম। গান শুনতাম। আর ভাবতাম আমিও যদি বাবার মতো করে সুন্দর গলায় গাইতে পারতাম। বাবা অসুস্থ্য হয়ে পড়ার পর আমিই এই দলের হাল

ধরেছি।

বাবার সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লালন গীতি ও মানিকগঞ্জের দেওয়ান রশিদ বাউলের গান গেয়ে আয়ত্ব করেছি। তিনি বলেন, এখানে গান গেয়েই আমরা ৫-৬ জন সংসার চালাতাম। কিন্তুু দেড়মাস হলো করোনা দুর্যোগে সবকিছু বন্ধ থাকায় আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে আছি। তবে সম্প্রতি কুমারখালী উপজেলা প্রশাসনের কাছ থেকে একবার খাদ্যসহায়তা পেয়েছি।

কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান বলেন, বেশ কিছুদিন তারা কর্মহীন হয়ে পড়ায় বিষয়টি আমি জানতে পেরে তাদের ডেকে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছি। আবারও সম্ভব হলে তাদের পাশে দাঁড়ানো হবে।

কুষ্টিয়ায় সাধারণ ক্ষমায় ২৪ বন্দির মুক্তি

করোনাভাইরাসের কারণে অতিরিক্ত বন্দি কমাতে সরকার ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার অংশ হিসেবে ২৪ বন্দিকে মুক্তি দেIয়া হয়েছে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে।

শনিবার বিকেলে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়।

কুষ্টিয়া জেলা কারাগারের জেল সুপার জাকের হোসেন জানান, করোনাভাইরাস প্রকোপের কারণে সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ (১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে লঘুদন্ডে দন্ডিত তৃতীয় ধাপে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে ৫৯ জন বন্দির সাজা মওকুফ করেছেন।

শনিবার বিকেলে কুষ্টিয়া জেলা কারাগার থেকে ২৪ জন বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এ সময় জেলা প্রশাসকের ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক কারামুক্তকে এক হাজার টাকা তাদের যাতায়াত ভাড়া হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।